দৈনিক খবর

তারিখ 28 DEC 1991

পৃষ্ঠা... ১ কলাম ৫

ভার্সিটির হলগুলোতে এ নৈরাজ্য আর কতদিন চলবে?

● নজরুল ইসলাম মিঠু ●

রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে বিতাড়িত ছাত্ররা এখনও পুনর্বাসিত হয়নি কিংবা তারা স্বস্থানে ফিরে যেতে পারেনি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

'৮৯ এর ফেব্রুয়ারীর পর এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকবার সশস্ত্র সংঘর্ষ ও মুখোমুখি বন্দুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এতে আহত নিহতের সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু এসব ঘটনার কোন সুষ্ঠু তদন্ত ও সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে, বেশ কয়েকবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আর এসব সংঘর্ষে নেতৃত্ব দেয় ছাত্রদলের জন্মলগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসী দু'টি গ্রুপের সদস্যরা। '৮৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে গোলাম ফারুক অভি পুলিশের এক তল্লাশী

৭-এর পাতায় দেখুন

ভার্সিটির হলগুলোতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিযানে গ্রেফতার হলে অন্য একটি গ্রুপ স্বচ্ছন্দ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে। এ সময় এবং এর পরে ছাত্রলীগের বক্তব্য বিবৃতিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের ঐ গ্রুপটি কয়েক দফায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়া হল, মোহসীন, সূর্যসেন ও জসিম উদ্দিন হল থেকে ছাত্রলীগ কর্মীদের অস্ত্রের মুখে বের করে দেয়। পরে কিছু কিছু ছাত্রলীগ কর্মী ঐ সব হলে ফিরে যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে এবং নব্বই এর গণ-আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ছাত্রদল কয়েকবার ছাত্রলীগের কর্মীদের উপর চড়াও হয় এবং উভয়পক্ষে গোলাগুলীও হয়। এ সূত্র ধরেই উল্লেখিত হলগুলো থেকে ছাত্রলীগ কর্মীদের বের করে দেয়া হয় এবং এখনও তারা স্বস্থানে ফিরে যেতেপারেনি।

'৯০ এর গণ-আন্দোলনের পর গোলাম ফারুক অভিকে ছাত্রদল থেকে বিতর্কিতভাবে বহিষ্কার করা হয় এবং পরে মিলন হত্যার সাথে অভিযুক্ত করা হলেও সে পরবর্তী সময়ে কোন দলে যোগ দেয়নি। ছাত্রলীগে যোগদানের গুঞ্জন শোনার পর গত ১৮ই মার্চ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসীন, সূর্যসেন, জসীমউদ্দিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও জিয়া হল থেকে ছাত্রদলের সশস্ত্র মাস্তানরা ছাত্রলীগ কর্মীদের মারধোর করে গণ-হারে বের করে দিতে শুরু করে। একই দিন (১৮ই মার্চ) এ কারণে বিশ্ববদ্যালয়ের এসএম হল থেকে ছাত্রদলের একটি অংশ নিরাপত্তার অভাবে হল থেকে বেরিয়ে যায় এবং অন্য অংশ ছাত্রলীগে যোগ দেয়।

গত ২৭শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'দল ছাত্রের মধ্যে গুলী বিনিময়ের ঘটনায় চার জন নিহত হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ উভয়ে উভয়কে দায়ী করে পত্র-পত্রিকায় এবং সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি দেয়। এর আগে ২৫শে অক্টোবর রাতে ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সূর্যসেন হলের সামনে শাহাজাদাকে পায়ে গুলী করা হয়। একটি বিশস্ত সূত্র জানায়, মির্জা গালিব শাহাজাদার পায়ের খুব কাছ থেকে গুলী চালিয়ে তাকে আহত করা হয়। মির্জা ২৭শে অক্টোবরের সংঘর্ষে নিহত চারজনেরএকজন।

সংঘর্ষের পর একদল বিক্ষুব্ধ সন্ত্রাসী ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কোন কর্মীকে পেলে গুলী করার ঘোষণা দেয়। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এরপর থেকে ছাত্রলীগের কোন নেতা-কর্মীই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপাড়ার হলগুলোতে অবস্থান করছে না। একইভাবে ছাত্রদলের কর্মীরা এস এম হলে অবস্থান করছে না। জহুরুল হক হলে অবশ্য ছাত্রদলের অনেক কর্মী এখনও অবস্থান করছে বলে একটি সূত্র জানায়।

ছাত্রলীগ কর্মীরা এখন মোহসীন ও সূর্যসেন হল এলাকায় অবস্থান তো দূরের কথা, তারা সেখানে যেতেও সাহস পাচ্ছে না। কারণ ইতিমধ্যেই এ দু'টি সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে কয়েক দফা প্রহার ও ছুরিকাহতের ঘটনা ঘটেছে। ফলে তারা হলে ঢোকারও সুযোগ পাচ্ছে না। যদিও তারা মেধার ভিত্তিতে আবাসিক সিট লাভ করেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতো পরিবেশ পাচ্ছেন।

বিতাড়িত ছাত্রদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে গত ৮ই অক্টোবর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক দফা আলোচনা ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্ত ও সুশৃংখল রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে ছাত্রনেতাদের কমপক্ষে ১৫ দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনার পর আর কেউ-ই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

এদিকে যারা হল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, তারা প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে অনেক দূরে। হল প্রভোস্টের একটি স্বাক্ষরের ব্যাপারে তাদেরকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। অনেকে তার বন্ধু-বান্ধবের কাছে থাকছে, আবার অনেকে ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাসের বাইরে ভাড়া বাড়ীতে মানবেতর জীবনযাপন শুরু করেছে। ফলে তাদের পড়াশোনা বিঘ্নিত হচ্ছে পরিবেশের অভাবে। একই কারণে কিছু কিছু কর্মী সংগঠন ও ছাত্র রাজনীতির প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রদের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি-না জানতে চাইলে মোহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ জানান, 'আমরা চেষ্টা করছি। এ জন্য কয়েকবার প্রভোস্ট কমিটিকে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা নিজেরাই এখন আমাদেরকে নিরাপদ মনে করি না। তবে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি আরেকটু শান্ত হলে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করা হবে। তিনি জানালেন, কয়েকজন ছাত্র এ ব্যাপারে তার কাছে আসলেও তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

মোহসীন হল থেকে বিতাড়িত মোঃ মাসুম পাটওয়ারী নামের একজন ছাত্রলীগ কর্মী এখন তার এক বন্ধুর সাথে অন্য একটি হলে অবস্থান করছেন। মাসুম জানান, হল থেকে এখন পর্যন্ত নিজের ব্যবহারযোগ্য কোন জিনিসপত্র আনতে পারিনি। প্রশাসনিক কোন কাজ ও রীতিমত পড়াশোনাও সম্ভব হচ্ছে না। মাসুম ক্ষোভের সাথে বললেন, আমরা চর দখলের মতো হল দখলের জন্য '৯০-এর গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিনি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

একই কথা বললেন এস এম হলের একজন ছাত্র আকতারুজ্জামান। তিনি গত ১৮ই মার্চ থেকে হলের বাইরে অবস্থান করছেন। আকতার বলেন, এ ব্যাপারে নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করছি এমন কি একজন মন্ত্রী'র (তরিকুল ইসলাম) সাথেও যোগাযোগ করেছি; কিন্তু তারা বলছেন তাদের সময় নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রগকাটা ও দিগম্বর করে দেয়ার মতো ঘটনার নিন্দা করে আকতার বললেন যেখানে জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই সেখানে ছাত্র রাজনীতি না করাই ভালো।